# বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

## বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন আদেশ, ২০২২।

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১৩

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।


বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

# সূচিপত্র


| অনুচ্ছেদ | বিষয়াবলী | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | ১ |
| ২ | ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি | ৩ |
| ৩ | কারিগরি মূল্যায়ন টিম (TET) কর্তৃক প্রস্তাব সংবলিত আবেদন মূল্যায়ন | ৪ |
| ৪ | বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সী ও আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি | ৮ |
| ৫ | লাইসেন্সী ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত | ১১ |
| ৬ | কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ | ১৭ |
| ৭ | রাজস্ব চাহিদা | ২১ |
| ৮ | ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন আদেশ | ২৪ |
| ৯ | নির্দেশনাবলী | ২৭ |
| পরিশিষ্ট-'ক' | ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার, ২০২২ | ২৯ |
| পরিশিষ্ট-'খ' | ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী | ৩০ |

# বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন আদেশ, ২০২২।

## বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১৩
## তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

**বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুযায়ী কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) কর্তৃক গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) এবং ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি প্রদানপূর্বক প্রাপ্ত সকল তথ্যাদি বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে অদ্য ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে এ আদেশ প্রদান করা হলো।**

**১.০ কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের সারসংক্ষেপ:**

১.১ কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৫ টাকা থেকে ১.১৫ টাকায় এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ১১৭% হারে বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের ২৮.১৫.০০০০.২৬৫.৬৭.০০১.২২/০২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কমিশনে প্রস্তাব সংবলিত আবেদন দাখিল করে।

১.২ কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ বৃদ্ধির স্বপক্ষে আমদানিতব্য এলএনজি কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকপ্রান্তে সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকার ও দাতা সংস্থার ঋণদায়, ডিভিডেন্ট ও কর্পোরেট ট্যাক্স খাতে কোম্পানীর তারল্য সংকট মোকাবেলাসহ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছে।

১.৩ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির স্বপক্ষে কর্ণফুলী গ্যাস তাদের প্রস্তাব সংবলিত আবেদনে উল্লেখ করেছে যে, এলএনজি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, আইওসি ও দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীর ব্যয় বৃদ্ধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক আমদানি ও ভোক্তা উভয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ, উৎসে আয়কর পরিশোধ, অপারেশনাল ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রস্তাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে দৈনিক

গড়ে ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট আমদানিকৃত এলএনজি দেশীয় দৈনিক গড় উৎপাদন ২,৩৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সাথে মিশ্রণ করা হলে মিশ্রিত প্রতি ঘনমিটার প্রাকৃতিক গ্যাসের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় ২০.৩৫৯১ টাকা। ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিক্রয়মূল্য ২০.৩৫৯১ টাকা নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

(ক) এলএনজি আমদানির পরিমাণ গড়ে ৮৫০ এমএমসিএফডি (Million Cubic Feet per Day);

(খ) দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ গড়ে ২,৩১২.৯৯ এমএমসিএফডি;

(গ) প্রতি ঘনমিটার এলএনজি'র আমদানি মূল্য ৩৬.৬৯ টাকা [প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজি'র আমদানি মূল্য ১২.২২৩৯ মার্কিন ডলার এবং প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ৮৫ টাকা; এলএনজি'র আমদানি পর্যায়ে ১৫% হারে মূসক ৫.৫০ টাকা; ২% হারে অগ্রিম আয়কর ০.৭৩ টাকা, ফাইন্যান্স চার্জ ১.৪৪ টাকা, ব্যাংক চার্জ (এলসি কমিশন, ইত্যাদি) ০.৫৯ টাকা, রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ ১.৮৫ টাকা], এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় ০.০৫ টাকা এবং এলএনজি'র চার্জের ওপর উৎসে কর ৭% হারে ৩.৫৩ টাকাসহ প্রতি ঘনমিটার আমদানিতব্য এলএনজি'র ক্রয়মূল্য ৫০.৩৮ টাকা;

(ঘ) বাপেক্স, বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর প্রস্তাবিত ওয়েলহেড চার্জ যথাক্রমে প্রতি ঘনমিটার ৪.৫৪৭৩ টাকা, ০.৮৭৯৮ টাকা এবং ০.৩৩৮৩ টাকা;

(ঙ) আইওসি গ্যাসের নিট ব্যয় প্রতি ঘনমিটার ২.৯১ টাকা;

(চ) এলএনজি'র অপারেশনাল চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.০৪৯১ টাকা (গড়ে ৮৫০ এমএমসিএফডি আমদানিকৃত এলএনজি'র বিপরীতে প্রাপ্য);

(ছ) পেট্রোবাংলা চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.০৫৯৪ টাকা (গড়ে ৩,১০০ এমএমসিএফডি গ্যাসের বিপরীতে প্রাপ্য);

(জ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ও জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল যথাক্রমে প্রতি ঘনমিটার ০.৪৬ টাকা এবং ০.৮৯ টাকা;

(ঝ) গড় বিতরণ চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৭৪৯ টাকা (কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রস্তাবিত বিতরণ চার্জ প্রতি ঘনমিটার ১.১৫ টাকা);

(ঞ) সঞ্চালন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪৬৪৮ টাকা এবং

(ট) ভোক্তাপর্যায়ে ১৫% হারে মূসক।

১.৪ কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের সাথে সংযুক্ত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশীয় এবং আমদানিকৃত এলএনজি'র মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৬৫২,২৬০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে এলএনজি আমদানি বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ৪৪২,৬৫০ মিলিয়ন টাকা। অবশিষ্ট ২০৯,৬১০

মিলিয়ন টাকা দেশীয় গ্যাস উৎপাদন ব্যয়, পেট্রোবাংলা এর পরিচালন ব্যয়, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), সঞ্চালন ব্যয়, বিতরণ ব্যয় এবং মূল্য সংযোজন ব্যয় (মূসক) হিসেবে প্রস্তাব সংবলিত আবেদনে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১.৫ কর্ণফুলী গ্যাস উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ বিবেচনায় ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্ত সারণি-১ অনুযায়ী পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে:

**সারণি-১: কর্ণফুলী গ্যাস এর ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রস্তাবিত মূল্যহার**

| ক্রমিক নং | গ্রাহকশ্রেণি | বিদ্যমান মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার) | প্রস্তাবিত মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার) | শতকরা বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বিদ্যুৎ | ৪.৪৫ | ৯.৬৬৯০ | ১১৭% |
| ২ | সার | ৪.৪৫ | ৯.৬৬৯০ | ১১৭% |
| ৩ | ক্যাপটিভ পাওয়ার | ১৩.৮৫ | ৩০.০৯৩৪ | ১১৭% |
| ৪ | শিল্প | ১০.৭০ | ২৩.২৪৯১ | ১১৭% |
| ৫ | চা-বাগান | ১০.৭০ | ২৩.২৪৯১ | ১১৭% |
| ৬ | বাণিজ্যিক: | | | |
| | ক) হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট | ২৩.০০ | ৪৯.৯৭৪৬ | ১১৭% |
| | খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ১৭.০৪ | ৩৭.০২৪৭ | ১১৭% |
| ৭ | সিএনজি ফিড গ্যাস | ৩৫.০০* | ৭৬.০৪৮৩ | ১১৭% |
| ৮ | গৃহস্থালি | ১২.৬০ | ২৭.৩৭৭৪ | ১১৭% |

*অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকাসহ ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার ৪৩.০০ টাকা।

## ২.০ ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি:

২.১ কমিশনের ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ০৭/২০২২তম বিশেষ কমিশন সভায় কর্ণফুলী গ্যাস এর আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই পূর্বক কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৮(১) অনুযায়ী উক্ত প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) অনুযায়ী মূল্যায়নের নিমিত্ত একটি কারিগরি মূল্যায়ন টিম (Technical Evaluation Team-TET) গঠন করা হয়।

২.২ কমিশনের ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কর্ণফুলী গ্যাস এর আবেদনটি কারিগরি মূল্যায়ন টিমের সুপারিশমতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৩ এর উপপ্রবিধান (৩) অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গ্রহণ করা হয়।

২.৩ কমিশনের ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কর্ণফুলী গ্যাস এর আবেদনের ওপর কমিশন কর্তৃক আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৪ কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখ (বৃহস্পতিবার) দুপুর ০২:৩০ ঘটিকায় নিউ ইস্কাটনস্থ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনের শহীদ এ. কে. এম. শামসুল হক খান মেমোরিয়াল অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের ওপর আগ্রহী পক্ষগণের শুনানির দিন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হয়।

**৩.০ কারিগরি মূল্যায়ন টিম (TET) কর্তৃক প্রস্তাব সংবলিত আবেদন মূল্যায়ন:**

৩.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে কারিগরি মূল্যায়ন টিম কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রস্তাব সংবলিত আবেদন মূল্যায়ন করে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

৩.১.১ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত গ্যাসের মোট পরিমাণ ৩১,২২১.৭১ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং গড় ট্রান্সমিশন লস ০% বিবেচনায় বিতরণ সিস্টেমের রিসিভিং পয়েন্টে মোট গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ ৩১,২২১.৭১ মিলিয়ন ঘনমিটার।

৩.১.২ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী পেট্রোবাংলা পর্যায়ে দেশীয় উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গ্যাসের ক্রয় মূল্য ৩৮৯,৪৮৪.৬৬ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ১২.৪৭ টাকা

৩.১.৩ সঞ্চালন চার্জ বিবেচনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য ৪০৪,৭৫২.০৭ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ১২.৯৬ টাকা।

৩.১.৪ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের জন্য নির্ধারিত গ্যাস ক্রয়ের হিস্যা অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের রিসিভিং পয়েন্টে প্রাপ্ত মোট গ্যাসের ১০.২৮% হিসেবে কর্ণফুলী গ্যাস এর রিসিভিং পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ ৩,২০৯.৫৯ মিলিয়ন ঘনমিটার।

৩.১.৫ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জিটিসিএল কর্তৃক কর্ণফুলী গ্যাস এ সঞ্চালিত এবং কর্ণফুলী গ্যাস এর নিজস্ব সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ বিবেচনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্ণফুলী গ্যাস এর গ্যাস ক্রয়/প্রাপ্তি, সিস্টেম লস এবং বিক্রয় নিম্নোক্ত সারণি-২ এ উল্লেখ করা হলো:

**সারণি-২: কারিগরি মূল্যায়ন টিম কর্তৃক মূল্যায়িত কর্ণফুলী গ্যাস এর গ্যাস ক্রয়/প্রাপ্তি, সিস্টেম লস এবং বিক্রয়**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | অর্থবছর | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ২০১৯-২০ (প্রকৃত) | ২০২০-২১ (প্রকৃত) | ২০২১-২২ (প্রস্তাবিত) |
| ১ | গ্যাস ক্রয়/প্রাপ্তি (মিলিয়ন ঘনমিটার) | ৩,২৩৭.৫১ | ৩,১৪১.২৭ | ৩,২০৯.৫৯ |
| ২ | সিস্টেম লস/(গেইন) (মিলিয়ন ঘনমিটার) | (৩৪.৯৫) | (৪৮.৫৯) | ০.০০ |
| ৩ | সিস্টেম লস/(গেইন) (%) | (১.০৮%) | (১.৫৫%) | ০.০০% |
| **৪** | **গ্যাস বিক্রয় (মিলিয়ন ঘনমিটার) (১-২)** | **৩,২৭২.৪৬** | **৩,১৮৯.৮৬** | **৩,২০৯.৫৯** |

৩.১.৬ কর্ণফুলী গ্যাস এর আবেদনে বর্ণিত এবং পরবর্তীতে কর্ণফুলী গ্যাস এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে কারিগরি মূল্যায়ন টিম কর্তৃক নিরূপিত কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নোক্ত সারণি-৩ এ উল্লেখ করা হলো:

**সারণি-৩: কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (২০২১-২২)**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা) | কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | জনবল | ৬৭৬.১৪ | ২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয়ের সাথে বার্ষিক ৫% বৃদ্ধি। |
| ২ | অফিস | ২০৯.৩১ | ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের জন্য ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ণীত। |
| ৩ | সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় | ১২২.৯৩ | |
| ৪ | সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফি | ৮.৬৬ | নিট গ্যাস বিক্রয় রাজস্বের ০.০২৫%। |
| **৫** | **মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (১+...+৪)** | **১,০১৭.০৪** | - |
| ৬ | অবচয় | ৫৬৫.০০ | ২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যবহার্য সম্পদের অবচয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে সংযোজিতব্য সম্পদের পরিমাণ ৫৪.১৪ মিলিয়ন টাকা বিবেচনায় ছয় মাসের অবচয় অন্তর্ভুক্তসহ। |
| ৭ | রিটার্ন অন রেট বেজ | ৩২৪.৫৮ | পেইড-আপ ক্যাপিটালের ওপর ১০%, অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর ৪.৫৮% হারে রিটার্ন এবং সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের সুদ যথাক্রমে ৪% ও ৫% হিসাবে নিরূপিত রিটার্ন অন রেট বেজ ৪.৪৪%। |
| ৮ | প্রভিশন ফর ডব্লিউপিপিএফ | ৬.৮৬ | বিদ্যমান বিতরণ চার্জ ও অন্যান্য আয় বিবেচনায় কর ও ডব্লিউপিপিএফ পূর্ববর্তী মুনাফার ৫%। |
| ৯ | কর্পোরেট ট্যাক্স | ৩৪৬.৯২ | বিদ্যমান বিতরণ চার্জ ও অন্যান্য আয় বিবেচনায় কর-পূর্ববর্তী মুনাফার ৩০%। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০ | **মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (৫+.....+৯)** | ২,৩১৪.৪০ | - |
| ১১ | অন্যান্য আয় | ২,০২৫.০২ | ডিমান্ড চার্জ, নিজস্ব ট্রান্সমিশন, অন্যান্য পরিচালন আয়, অপরিচালন আয় এবং সুদ আয়। |

কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্ণফুলী গ্যাস এর মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ২,৩১৪.৪০ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য আয় ২,০২৫.০২ মিলিয়ন টাকা। অন্যান্য আয় বিবেচনায় নিট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ২৮৯.৩৮ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.০৯ টাকা।

৩.১.৭ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী মূসক এবং তহবিলসহ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ৪৯১,২৭৭.০২ মিলিয়ন টাকা (প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্যমূল্য ৪০৪,৭৫২.০৭ মিলিয়ন টাকা, ৬টি বিতরণ কোম্পানীর নিট বিতরণ ব্যয় ২৮৯.৩৬ মিলিয়ন টাকা, ভোক্তাপর্যায়ে ১৫% হারে মূসক ৬০,৭৫৬.১৪ মিলিয়ন টাকা, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ১২,০৬৫.২৮ মিলিয়ন টাকা, প্রস্তাবিত জ্বালানি গবেষণা তহবিল ৯২৫.৯৬ মিলিয়ন টাকা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল ১২,৪৮৮.১৪ মিলিয়ন টাকা) বা প্রতি ঘনমিটার ১৫.৯২ টাকা।

৩.১.৮ কারিগরি মূল্যায়ন টিম তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ উল্লেখ করে:

৩.১.৮.১ এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে ২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোবাংলাকে ১৩২,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা অনুদান, ভর্তুকি ও কন্ট্রিবিউশন (জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল থেকে অনুদান ৪০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি ৩০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীসমূহের Retained Earnings এর ৪৩% হিসেবে কন্ট্রিবিউশন ৬২,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা) বিবেচনায় ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ২০% হারে বৃদ্ধি করা;

৩.১.৮.২ ভোক্তপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাক্কলিত গড় সরবরাহ ব্যয় (ভর্তুকি ব্যতীত) প্রতি ঘনমিটার ১৫.৯২ টাকা;

৩.১.৮.৩ প্রতি ঘনমিটার মূল্যহার বিদ্যুৎ (সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, আইপিপি ও রেন্টাল) ৫.৩৪ টাকা; ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, এসপিপি ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র) ১৫.৫০ টাকা; সার ৫.৩৪ টাকা; বৃহৎ শিল্প ১২.৬৯ টাকা, মাঝারি শিল্প ১২.৪৯ টাকা; ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য শিল্প ১১.৪৯ টাকা; চা শিল্প (চা-বাগান) ১২.৬৫ টাকা; বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) ২৭.৬০ টাকা; সিএনজি ফিড গ্যাস ৪১.৫০ টাকা (অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকাসহ ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার ৪৯.৫০ টাকা); গৃহস্থালি (মিটারভিত্তিক বার্নার) ১৮.০০ টাকা, গৃহস্থালি মিটারবিহীন সিঙ্গেল বার্নার প্রতি মাস ৯৯০.০০ টাকা এবং গৃহস্থালি মিটারবিহীন ডাবল বার্নার প্রতি মাস ১,০৮০.০০ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা;

৩.১.৮.৪ কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রাক্কলিত নিট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা প্রতি ঘনমিটার ০.০৯ টাকা হওয়ায় বিতরণ চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৫ টাকা বিলোপ করা;

৩.১.৮.৫ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ, এলএনজি আমদানির পরিমাণ, আমদানিকৃত এলএনজি'র মূল্য এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় হার পরিবর্তন বিবেচনায় ত্রৈমাসিক/ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় করা;

৩.১.৮.৬ কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ অঞ্চল/এলাকাভিত্তিক গ্যাস ইনপুট-আউটপুট ও সিস্টেম লস নিরূপণের লক্ষ্যে অঞ্চলভিত্তিক মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও কার্যকর করা এবং সকল মিটার সীল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৩.১.৮.৭ সঞ্চালন সিস্টেম হতে প্রাপ্ত গ্যাস যথাযথভাবে এবং যথাযথ স্থান হতে বুঝে নেয়ার লক্ষ্যে কর্ণফুলী গ্যাস কর্তৃক জিটিসিএল এর সাথে গ্যাস সঞ্চালন এবং জিটিসিএল এর মালিকানাধীন রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশন/ম্যানিফোল্ড স্টেশন এর বহির্গামি ব্যবস্থা হতে গ্যাস গ্রহণের চুক্তি সম্পাদন করা;

৩.১.৮.৮ কোনো স্থানে জিটিসিএল এর মিটারিং ব্যবস্থা না থাকলে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে কর্ণফুলী গ্যাস এর মিটারকে কাস্টডি মিটার হিসেবে ব্যবহার করে মিটারিং করা;

৩.১.৮.৯ পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল এবং কর্ণফুলী গ্যাস এর সমন্বয়ে উপযুক্ত স্থানসমূহে অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্ট নির্ধারণ করা এবং মিটার স্থাপন/মিটারিং ব্যবস্থা কার্যকর নিশ্চিতকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৩.১.৮.১০ পেট্রোবাংলা কর্তৃক আন্তঃকোম্পানী গ্যাস পরিমাপের বিষয়টি তদারকি ও সমন্বয় করা;

৩.১.৮.১১ মিটারবিহীন সিঙ্গেল বার্নার গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫৫ ঘনমিটার এবং মিটারবিহীন ডাবল বার্নার গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার বিবেচনায় গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপণ করা;

৩.১.৮.১২ জিটিসিএল কর্তৃক সঞ্চালিত এবং অন্যান্য বিতরণ কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে কর্ণফুলী গ্যাস এর গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ নিরূপণ করা। এ প্রক্রিয়ায় নিরূপিত প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ থেকে কমিশনের ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশ অনুসারে জিটিসিএল এর নির্ধারিত সঞ্চালন লস (০.২৫%) এবং কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ লস (০%) বিবেচনায় বিক্রয়তব্য গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯), ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে (কমিশনের পুনঃআদেশ না হওয়া পর্যন্ত) উৎপাদন চার্জ, এলএনজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), পেট্রোবাংলা চার্জ ও মূসক খাতে যথাযথ পরিমাণ অর্থের সংস্থান পেট্রোবাংলা ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কর্তৃক পুনঃপরীক্ষান্তে নিশ্চিত করা;

৩.১.৮.১৩ এনার্জি খাতে গবেষণার লক্ষ্যে GDF চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪২০৩ টাকা থেকে প্রতি ঘনমিটার ০.০৩ টাকা দ্বারা জ্বালানি গবেষণা তহবিল (ERF) গঠন করা, তহবিলটি কমিশনের

ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা এবং উক্ত তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতি কমিশন কর্তৃক একটি রেগুলেটরী গাইডলাইন্স প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা;

৩.১.৮.১৪ GDF, ESF এবং ERF মূসকের আওতা-বহির্ভূত রাখা; এবং

৩.১.৮.১৫ নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান ও লোড বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে সরকারের আদেশ, নীতিমালা, বিধিমালা এবং আইন যথাযথভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশনা দেয়া।

**৪.০ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সী ও আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি:**

৪.১ কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের ওপর ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে নিউ ইস্কাটনস্থ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনের শহীদ এ. কে. এম. শামসুল হক খান মেমোরিয়াল অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠেয় শুনানিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে কমিশন কর্তৃক লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিদিন ও The Financial Express পত্রিকায় শুনানি অনুষ্ঠানের গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। লিখিত নোটিশ এবং প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ০৯ মার্চ ২০২২ তারিখের মধ্যে কমিশনে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং শুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। লিখিত নোটিশ এবং প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত শুনানিতে অংশগ্রহণ বা উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪.২ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রাক্তন অধ্যাপক জনাব এম নুরুল ইসলাম, মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী (এমসিসিআই),কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অটোরিক্সা হালকাযান পরিবহন মালিক সমিতি শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে।

৪.৩ ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখ দুপুর ০২.৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বিয়াম ফাউন্ডেশনের অডিটরিয়ামে কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৪ শুনানিতে কর্ণফুলী গ্যাস, পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল ও অন্যান্য গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, শুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মধ্যে বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজ, বাংলাদেশ সিকিউরিটি সার্ভিসেস কোম্পানিজ ওনার্স এসোসিয়েশন,

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪.৫ কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির মধ্যে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে কমিশনের পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। কমিশন কর্তৃক শুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক কর্ণফুলী গ্যাস এর মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে তথ্য ও দলিলাদি উপস্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক উল্লেখ করা হয় যে "মূল্যহার পরিবর্তন প্রস্তাব বিষয়ে শুনানি গ্রহণ একটি আইনী প্রক্রিয়া ও আধা-বিচারিক কার্যক্রম (Quasi-judicial System)। প্রবিধানে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) ও মানদণ্ড (Standard) অনুযায়ী কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাব সমূহের যথার্থতা, ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবের/আবেদনের যথার্থতা, ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের দায়িত্ব আবেদনকারিগণের। অন্য কোনো পক্ষ যদি ভিন্নতর কোনো দাবি উপস্থাপন করেন সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে প্রমাণের দায়িত্ব ভিন্নতর দাবী উপস্থাপনকারীর। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারিগণ নিজ নিজ প্রতিটি প্রস্তাব/দাবী দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ শুনানিতে উপস্থাপন করবেন, যাতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত (Visibly Reflected) হয়। অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ও দালিলিক প্রমাণবিহীন উপস্থাপন একটি সর্বজনগ্রাহ্য, ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনোভাবেই সহায়ক নয়। তাই কমিশন আশা করে শুনানিতে পক্ষগণ যুক্তিযুক্ত তথ্য, উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পেশ করবেন যা বস্তুনিষ্ঠ ও জ্ঞাত এবং দালিলিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত এবং যা কমিশনের ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সহায়ক হবে। প্রাপ্ত এ সকল প্রস্তাব আইন ও প্রবিধানমতে নিষ্পত্তি করা কমিশনের একান্ত দায়িত্ব। এছাড়া মূল্যহার পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা নিম্নরূপ করা প্রয়োজন। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতি ঘটছে। যেহেতু প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহস্থালি হতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত তাই এর সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ।" কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক অতঃপর কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য কর্ণফুলী গ্যাস কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৪.৬ কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম এ মাজেদ এবং মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) জনাব মোঃ খায়রুল হাসান প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে তাদের প্রস্তাবনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

৪.৬.১ কর্ণফুলী গ্যাস কর্তৃক পেট্রোবাংলা এর মাধ্যমে জিটিসিএল-কে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৬৩৬ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করতে হবে।

৪.৬.২ কর্ণফুলী গ্যাস এর নিজস্ব অর্থায়নে ২১০.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ফৌজদারহাট-বারৈয়ারহাট পর্যন্ত ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপ সম্পন্ন ৫৭ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ এবং জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিতব্য টিবিএস এর সাথে সংযুক্তকরণ প্রকল্প অক্টোবর ২০২৩ এ

সম্পন্ন হবে। এছাড়া, ২৪১.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,০০,০০০ প্রিপেইড মিটার সংযোজন প্রকল্প জুন ২০২৩ এ সম্পন্ন হবে।

৪.৬.৩ আমদানিতব্য এলএনজি কোম্পানীর বিভিন্ন গ্রাহক প্রান্তে সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বেজার আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে অতিরিক্ত ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করতে হবে। মাতারবাড়ী মহেশখালীতে দৈনিক ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ২০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতার ১টি আরএমএসসহ লাইন স্থাপন করতে হবে। মহেশখালী-কক্সবাজার পর্যন্ত ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ৮০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ, ১টি সিজিএস, ৩টি এইচপি ডিআরএস ও ৭টি আইপি ডিআরএস স্থাপন করতে হবে।

৪.৬.৪ চট্টগ্রামের জিইসি এলাকায় ১০ হাজার বর্গফুটের ২০-৩০ তলা বহুতল ভবন নির্মাণ, ফৌজদারহাট এলাকায় অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং নির্মাণ, অফিসার্স কোয়ার্টার ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

৪.৬.৫ অবশিষ্ট ৪,৩৫,০০০ আবাসিক গ্রাহকদের প্রিপেইড মিটারের আওতায় আনার জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। কর্ণফুলী গ্যাস এ পর্যন্ত ৩৭৬টি EVC মিটার সংযোগ দিয়েছে।

৪.৬.৬ সম্পূর্ণ বিতরণ নেটওয়ার্ক ডিজিটাল ম্যাপিং এর আওতায় আনা হচ্ছে। গ্রাহক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি হটলাইন চালু করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানীর সকল গ্রাহকের যাবতীয় তথ্য ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে সার্ভারে সংরক্ষিত হচ্ছে।

৪.৬.৭ অবৈধ গ্যাস সংযোগ, অবৈধ পাইপলাইন নির্মাণ, অননুমোদিত সরঞ্জামে গ্যাস ব্যবহার ও গ্যাস কারচুপি রোধকল্পে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৪.৬.৮ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কর্ণফুলী গ্যাস কর্তৃপক্ষকে KAFCO এর নিকট বেশী দামে গ্যাস বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে, তারা শুনানি পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে জানাবেন বলে উল্লেখ করেন।

৪.৬.৯ কর্ণফুলী গ্যাস সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট তাদের ঋণদায়, ডিভিডেন্ট ও কর্পোরেট ট্যাক্স খাতে কোম্পানীর তারল্য সংকট মোকাবেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ১.১৫ (ভারিত গড়) টাকা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৪.৭ বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজ এর প্রতিনিধি জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রতিনিধিবৃন্দকে জেরাপর্বে শুনানিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়:

৪.৭.১ কর্ণফুলী গ্যাস এর গ্রাহক আবাসিক সংযোগ নিয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে গ্যাস ব্যবহার করছে। এতে কোম্পানীর কম রাজস্ব আদায় হচ্ছে। এছাড়া তিনি কর্ণফুলী অঞ্চলে গ্যাসের সিস্টেম লসের পরিমাণ জানতে চান। তিনি আরও জানতে চান, চট্টগ্রামের অনেক জায়গায় পাইপলাইনে গ্যাস

লিকেজ হয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে কোম্পানী কি ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। জবাবে কর্ণফুলী গ্যাস জানায়, আবাসিক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ভিন্ন ক্যাটাগরির গ্যাস সংযোগ রয়েছে। অবৈধ সংযোগের ব্যাপারে বলেন, বিষয়টি তদারকি করতে ১৭টি টিম কাজ করছে। এ ব্যাপারে অভিযোগ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর্ণফুলী গ্যাস এর কোন সিস্টেম লস নাই।

৪.৭.২ বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজ এর প্রতিনিধি বলেন, গ্যাস এর উৎপাদন ও সঞ্চালন চার্জ বৃদ্ধি পেলে তবেই বিতরণ পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া ঠিক হবে। আবাসিকে প্রিপেইড মিটারে সর্বোচ্চ ৬০০ টাকার বেশি বিল আসে না, তারপরও এক্ষেত্রে মূল্য ৯৭৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,০০০ টাকার প্রস্তাব দেয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি আরও বলেন, আবাসিক এর চেয়ে বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে গ্যাস চুরির পরিমাণ বেশী।

## ৫.০ লাইসেন্সী এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত:

মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী (এমসিসিআই), বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অটোরিক্সা হালকাযান পরিবহন মালিক সমিতি প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ শুনানিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, বুয়েট এর সাবেক অধ্যাপক এম. নুরুল ইসলাম, তিতাস গ্যাস এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেলোয়ার বখত পি. ইঞ্জ এবং ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি কনসাল্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার সালেক (সুফী) শুনানি-উত্তর লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানি-পূর্ব, শুনানি এবং শুনানি-উত্তর মতামত নিম্নরূপ:

## ৫.১ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব):

শুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৫.১.১ সকল সঞ্চালন ও বিতরণ লাইসেন্সীর চার্জহার পরিবর্তন প্রস্তাব ন্যায্য ও যৌক্তিক বলে শুনানিতে প্রমাণিত নয়। তাই সে-মর্মে ঘোষণা করা এবং প্রত্যেক লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান চার্জহার বলবৎ রাখা;

৫.১.২ ভর্তুকি ১০,৭৯২ কোটি টাকা ও উদ্বৃত্ত রাজস্ব ২,৫৩৭.৯১ কোটি টাকা এলএলজি আমদানি পর্যায়ে সমন্বয় করে, WPPF ও করপোরেট কর লাইসেন্সীদের রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় না করে, এলএনজি আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ভ্যাট ভোক্তাপর্যায়ে প্রদত্ত ভ্যাটে সমন্বয় করে এবং সঞ্চালন ও বিতরণ পর্যায়ে উদ্বৃত্ত রাজস্ব লাইসেন্সীর রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় না করে ভোক্তাপর্যায়ে ভারিত গড়ে গ্যাসের মূল্যহার ৯.৫৩ টাকা নির্ধারণ করা। অর্থাৎ বিদ্যমান মূল্যহার অপেক্ষা গ্যাসের মূল্যহার ০.১৬ টাকা হ্রাস করা;

৫.১.৩ সব শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার বলবৎ রেখে গ্যাস তছরুপ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কেবলমাত্র আবাসিক গ্রাহকদের চুলায় মাসিক ৭৭ ঘনমিটারের পরিবর্তে ৪০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার ধরে চুলাপ্রতি গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার হ্রাস করা;

৫.১.৪ সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা যে অনুপাতে ব্যবহার হবে, সে অনুপাতে অবচয় ব্যয় রাজস্ব চাহিদায় সমন্বয় করে সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ নির্ধারণ করা;

৫.১.৫ পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বিইআরসি এর নিয়ন্ত্রণে পক্ষগণ প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' পরিচালনা করা। উক্ত তহবিলের অর্থ বিইআরসি এর কর্তৃত্বে দেশীয় কোম্পানীসমূহের গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্পসমূহে বিইআরসি অনুমোদিত ৫ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী সরাসরি ভোক্তা পক্ষের ইক্যুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করা।

৫.১.৬ বিইআরসি অনুমোদিত কৌশলগত পরিকল্পনা ব্যতিত অর্থাৎ বিইআরসি এর আদেশ ও আইন লঙ্ঘন করে এখতিয়ার-বহির্ভূতভাবে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এর অর্থ ব্যয়ের দায়ে পেট্রোবাংলা এর বিরুদ্ধে বিইআরসি আইনের ৪২, ৪৩ এবং ৪৬ ধারা মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.১.৭ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগ উভয়েরই বিরুদ্ধে আনীত অদক্ষতা ও ব্যর্থতার অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা;

৫.১.৮ এলএনজি ক্রয়ে বিনিয়োগ ও ভর্তুকি, সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং জ্বালানি খাতে সুশাসন উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব চাহিদা-বহির্ভূত উদ্বৃত্ত রাজস্ব ও ভোক্তা অনুদানে Fuel Price Stabilization Fund গঠন করা। অতীতের পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত রাজস্ব লাইসেন্সীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে উক্ত তহবিলে প্রদান করা। জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল বিলুপ্ত করে উক্ত তহবিলের সাথে একীভূত করা। সরকার ও লাইসেন্সীদের প্রাপ্য লভ্যাংশ থেকে ৫০% উক্ত তহবিলে নেয়া। এ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগকৃত মূলধন হিসেবে এলএনজি ক্রয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা উন্নয়নে গৃহীত বিইআরসি অনুমোদিত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগকারীর ইক্যুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করা;

৫.১.৯ গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার বহাল রেখে সকল পর্যায়ের ট্যাক্স-ভ্যাট, লাইসেন্সীদের মুনাফা এবং অযৌক্তিক ব্যয় কমিয়ে গ্যাস সরবরাহে আর্থিক ঘাটতি হ্রাস করা। এজন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা;

৫.১.১০ গ্যাস চুরি ও পরিমাপে কারচুপি এবং অস্বাভাবিক ব্যয়ে চাহিদার অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট থেকে অর্থ লুণ্ঠনের বিষয়ে পেট্রোবাংলাসহ গ্যাস সরবরাহে নিয়োজিত সকল কোম্পানির স্ব-স্ব পরিচালনা বোর্ডকে অভিযুক্ত করা হলো। এ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা;

৫.১.১১ গ্যাস খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করা;

৫.১.১২ ইতিপূর্বে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির আদেশসমূহে প্রদত্ত বিইআরসি এর আদেশাবলী পালন না করার দায়ে এবং গ্যাসখাত বিপর্যস্ত করা জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীদের বিরুদ্ধে বিইআরসি আইনের ৪৩ ধারা এবং ৪৬ ধারা মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ অভিযোগ নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্সীদের মুনাফা মার্জিন স্থগিত করা;

৫.১.১৩ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে ভোক্তা অনুদান কমিয়ে সে অর্থে রাজস্ব চাহিদা-বহির্ভূত গবেষণা তহবিল গঠনে আপত্তি করা;

৫.১.১৪ গ্যাস সেবাকে স্বার্থ-সংঘাত মুক্ত করার লক্ষ্যে লাইসেন্সীদের পরিচালনা বোর্ডকে আমলামুক্ত করা। এ প্রস্তাব শুনানির প্রস্তাব হিসেবে সরকারের নিকট প্রেরণ করা।

৫.১.১৫ ২০১৯-২০ এর প্রকৃত এলএনজি ক্রয়মূল্য বিবেচনা করে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এলএনজি কম আমদানি করায় পেট্রোবাংলা এর কাছে অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে যা এলএনজি মূল্যহারে সমন্বয় করতে হবে।

৫.১.১৬ উন্নয়ন প্রকল্পের স্কীম, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা রাজস্ব চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৫.১.১৭ প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে। কোনো আপত্তি থাকলে কমিশন বা ভোক্তা অধিকারের কাছে অভিযোগ করতে হবে।

৫.১.১৮ WPPF এবং কর্পোরেট ট্যাক্স নিট মুনাফার উপর ধার্য করতে হবে, রাজস্ব চাহিদায় আনা যাবে না। দরকার হলে প্রবিধানমালা সংশোধন করতে হবে।

৫.১.১৯ জিডিএফ এবং ইসিএফ ভ্যাটের আওতার বাহিরে রাখতে হবে। রাজস্ব চাহিদায় রাখা যাবে না। ভোক্তার অর্থ বিনিয়োগ করা হলে তার মুনাফাও ভোক্তাকে দিতে হবে। ৩% সার্ভিস চার্জ রহিত করতে হবে।

৫.১.২০ অনর্থক প্রকল্প গ্রহণ না করে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

### ৫.২ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি):

শুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৫.২.১ দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ যথাযথভাবে উত্তোলন ও অপচয় বন্ধ না করে গ্যাসকে আমদানি নির্ভর করে তোলা হয়েছে। দেশীয় গ্যাসের দৈনিক উৎপাদন বৃদ্ধি করলে এবং সিস্টেম লস অর্ধেকে আনতে পারলে গ্যাস আমদানির প্রয়োজন হতো না। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে দেশে গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে। শুধুমাত্র স্পট মার্কেট থেকে আনা ৪% এলএনজি'র

মূল্য বৃদ্ধির জন্য পুরো গ্যাসের দাম ১১৭% বৃদ্ধি দুরভিসন্ধিমূলক। প্রয়োজন হলে স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানিতে বিরত থাকতে হবে। গ্যাসের দাম বাড়ালে বিদ্যুৎ, পানি ও গণপরিবহনসহ পণ্যবাহী পরিবহনের ভাড়া বাড়বে এবং এতে করে দ্রব্যমূল্যের দাম আরও বেড়ে যাবে।

৫.২.২ গ্যাস ম্যানেজমেন্ট ও ব্যবহারে অদক্ষতা নিরসন করে, বিদ্যুৎ ও সার কারখানাগুলোর প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের ভিত্তিতে অপচয় রোধ ও সুশাসন নিশ্চিত করে বেআইনি সংযোগ তথা সিস্টেম লস প্রতিরোধের মাধ্যমে যে গ্যাস সাশ্রয় হবে সে অর্থ দিয়েই আইওসি ও স্থানীয় কোম্পানীগুলোর মার্জিনসহ বিবিধ খাতের ব্যয় সংকুলান করে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে।

**৫.৩ জনাব মাহমুদুল হাসান মানিক, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি অযৌক্তিক। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি পেলে সারের দামও বাড়বে। এতে কৃষিখাত ঝুঁকিতে পড়বে। স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি করা না হলে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না। নীতিমালা অনুযায়ী প্রিপেইড মিটার উন্মুক্ত বাজারে ক্রয়ের সুযোগ প্রদানের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন এর ফলে গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বন্ধ হবে।

**৫.৪ বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি:**

শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, ২০০১ সালে এডিবির গ্রীণ ফুয়েল প্রজেক্ট এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সিএনজি'র যাত্রা শুরু। বায়ুদূষণের ফলে স্বাস্থ্যখাতে বিরূপ প্রভাবের ফলে ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপণ করতে হবে। ৮ টাকা মার্জিনের ৭.৭০ টাকা খরচ হয়ে যায়। এভাবে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সিএনজি অপারেটর মার্জিন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সুপারিশ অনুযায়ী যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি এবং সিএনজি শ্রেণিতে ডিমান্ড চার্জ বিলোপের অনুরোধ জানানো হয়। সিএনজি অপারেটর মার্জিন ন্যূনতম ১২.০০ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণ করার অনুরোধ জানানো হয়। গ্যাস আইন অনুযায়ী সিএনজি'র মূল্য বৃদ্ধি পেলে সিএনজি অপারেটরদের জামানতের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সিএনজি স্টেশনে ব্যবহৃত জেনারেটর শুধুমাত্র কম্প্রেসর মেশিন চালু রাখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বিধায় কম্প্রেসরে সংযুক্ত জেনারেটরকে শিল্প শ্রেণি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কমিশনের নির্দেশনা চাওয়া হয়। সিএনজি'র মূল্য বৃদ্ধি পেলে স্টেশন অপারেটর কর্তৃক প্রদেয় ০.৫% টার্নওভার ট্যাক্সও বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংক গ্যারান্টি, বিদ্যুতের মূল্য, টার্নওভার ট্যাক্স ও অন্যান্য সরকারি ফি বৃদ্ধি পাচ্ছে। Feed gas এর মূল্য re-adjust করে হলেও সিএনজি প্রতিষ্ঠানের মার্জিন বৃদ্ধির আবেদন জানান। মোট রাজস্বের ২০% সিএনজি খাত হতে আসছে অথচ সিএনজি খাতে ৩.৫% গ্যাস ব্যবহার করা হয়। করোনাকালীন সময়ে বিল দেয়ার পরও ব্যাংক বন্ধ থাকায় সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত ও গণপরিবহনের জন্য সিএনজি'র আলাদা ট্যারিফ নির্ধারণের প্রস্তাব দেন।

৫.৫ **জনাব সেরাজুল ইসলাম সিরাজ, ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স:**

শুনানিতে আবুল খায়ের গ্রুপ এর নিকট কর্ণফুলী গ্যাস বকেয়া পাওনার পরিমাণ জানতে চাইলে কর্ণফুলী গ্যাস জানায় এ ব্যাপারে তারা শুনানি পরবর্তী সময়ে লিখিত ভাবে জানাবেন। জনাব সিরাজ এ বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, দুদকের অনুসন্ধান রিপোর্ট অনুযায়ী আবুল খায়ের গ্রুপ এর নিকট কর্ণফুলী গ্যাস এর পাওনা ১১ কোটি ৯০ লাখ টাকা। পরিবেশ ও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই লোডবৃদ্ধি করে তাদের গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে। সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস কম দিয়ে বেসরকারি (ক্যাপটিভ পাওয়ার) খাতে গ্যাস দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ক্যাপটিভ ও বিদ্যুতে গ্যাসের মূল্য এমন হওয়া উচিত যেন উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্য সমান হয়। তাহলে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে। এছাড়া, তিনি স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি করা ঠিক হবে না বলে মন্তব্য করেন।

৫.৬ **[redacted] ড. এম. নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট):**

শুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ১০.০০ (দশ) কোটি টাকার একটি ফান্ড গঠন করা যেতে পারে। দুর্ঘটনার তথ্য, তদন্ত রিপোর্ট ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা যেতে পারে।

৫.৭ **জনাব দেলোয়ার বখত পি. ইঞ্জ, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কো. লি:**

শুনানি-উত্তর লিখিত বক্তব্যে বলেন যে, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, বিদ্যুতের মূল্যহার, টার্ন ওভার ট্যাক্স, বর্ধিত ব্যাংক গ্যারেন্টির পরিমাণ, বিনিয়োগ ঝুঁকি ও অপারেটিং খরচসহ প্রতি ঘনমিটার সিএনজি'র বিপরীতে ১২ টাকা মার্জিন যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন ক্ষমতার স্টেশনের জন্য একই ফি এবং চার্জ ধার্য করা সঠিক নয়। গ্যাস মার্কেটিং কোম্পানী, সিএনজি স্টেশন মালিক এবং গ্রাহকদের সমস্যা ও বৈষম্য দূর করার আশা প্রকাশ করা হয়।

৫.৮ **ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার এ সালেক (সুফী), ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি কনসালট্যান্ট:**

শুনানি-উত্তর লিখিত বক্তব্যে মতামত ব্যক্ত করেন যে, ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সকল বৈধ গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। এনার্জি অডিটিং এর মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়ন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সার কারখানা পর্যায়ক্রমে দক্ষ আধুনিক প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। তিনি সকল গ্যাস কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে আমলাদের পরিবর্তে পেশাদারদের সম্পৃক্ত করার অনুরোধ জানান। বর্তমান মুহূর্তে অন্তত ১ বছরের জন্য মূল্য বৃদ্ধি না-করার জন্য অনুরোধ জানান।

**৫.৯ জনাব মুজাহিদুল হক রুমেল, ৭১ TV:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, মূল্যবৃদ্ধির ফলে জনগণের উপর চাপ পড়ে যায়। চুলায় গ্যাস না থাকা সত্ত্বেও জনগণকে মাসিক বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে। বিতরণ কোম্পানী এক্ষেত্রে বেশী বিল নিচ্ছে তা নিস্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। তিনি কমিশনের ২০১৫ সালের আদেশে প্রিপেইড মিটার স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, বিতরণ কোম্পানীসমূহ কমিশনের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে প্রতিপালন করছে না। এজন্য কমিশনের উচিত হবে কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া। অবৈধ গ্যাস সংযোগের জন্য যে জরিমানা ধার্য করা হয় তা পর্যাপ্ত নয়। বিতরণ কোম্পানীর সদিচ্ছায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধ করা সম্ভব। তিনি অভিযোগ করে বলেন, অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে বিতরণ কোম্পানীর ঠিকাদারসহ কর্মকর্তা/কর্মচারী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কমিশনকে এ বিষয়ে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

**৫.১০ জনাব আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পে কর্মরত:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানির বিরোধিতা করে এ মুহূর্তে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি না করার আহ্বান জানান।

**৫.১১ জনাব ফজলে রাব্বী, ATN বাংলা:**

শুনানিতে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, গ্যাস খাতের কোম্পানীসমূহের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা/কর্মচারী চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান। তিনি দুর্নীতি নিরসনে কমিশন আদেশে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকবে মর্মে আশা করেন।

**৫.১২ কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড :**

শুনানি ও শুনানি-উত্তর লিখিত মতামত ব্যক্ত করা হয় যে,

৫.১২.১ রেট অব রিটার্ন অন রেট বেজ ৬.০২% বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয়েছে।

৫.১২.২ ২০২১-২২ অর্থবছরে নিয়োগতব্য জনবলের ব্যয় বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয়েছে।

৫.১২.৩ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী অন্যান্য অপরিচালন আয় প্রায় ৭৮.২১ মিলিয়ন টাকা বিবেচনায় নিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের অন্যান্য আয় ১৬০.৮৮ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয়েছে।

৫.১২.৪ KAFCO থেকে প্রাপ্ত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মার্জিনের অতিরিক্ত অর্থ Cost of Sales এ হিসাবভুক্ত করার সুযোগ নেই বলে কর্ণফুলী গ্যাস এর প্রাক্কলন অনুযায়ী WPPF ও কর্পোরেট কর বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয়েছে।

## ৬.০ কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:

৬.১ শুনানি ও শুনানি-উত্তর মতামতে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধানে ব্যবস্থা গ্রহণ, দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স এর সক্ষমতা বাড়িয়ে স্থলভাগে ও সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ওপর জোর দেওয়া, স্পট থেকে কম এলএনজি আমদানি করা, দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে অধিক পরিমাণে এলএনজি আমদানি করা, ট্যাক্স-ভ্যাট হ্রাস করা, গ্যাস খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা, ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে অচল কূপগুলি সচল করা, পরিত্যক্ত কূপগুলির উন্নয়ন করে সক্ষমতা বাড়ানো, অবৈধ গ্যাস সংযোগকারীদের সনাক্ত করার জন্য সিআইডি/ডিজিএফআই ও এনএসআই কে দায়িত্ব প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। এসকল বিষয় সরকারের নীতি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন, বিধি প্রণয়ন, চুক্তি সম্পাদন ও প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সংশ্লিষ্ট।

৬.২ শুনানিতে উপস্থাপিত ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, আইওসিসহ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ২৪,১৪৩.৩২ মিলিয়ন ঘনমিটার (২,৩৩৫.৯৪ এমএমসিএফডি) এবং রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানির পরিমাণ ৭,০৭৮.২৯ মিলিয়ন ঘনমিটার (৬৮৪.৮৪ এমএমসিএফডি) সহ মোট দেশীয় এবং আমদানিকৃত গ্যাসের পরিমাণ ৩১,২২১.৭১ মিলিয়ন ঘনমিটার বিবেচনা করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৩ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী দেশীয় গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানীসমূহ যথা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড (এসজিএফএল) এর ওয়েলহেড চার্জ নির্ধারণ কমিশনের আওতাধীন বিষয় নয়।পেট্রোবাংলা ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে কমিশনে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে বাপেক্স, বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ প্রতি ঘনমিটার যথাক্রমে ৪.৫৪৭৩ টাকা, ০.৮৭৯৮ টাকা এবং ০.৮৭৯৮ টাকা পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব বিইআরসি-এ প্রেরণের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করে মর্মে উল্লেখ করে। পেট্রোবাংলা এর উক্ত পত্রের সাথে সংযুক্ত করে এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখের পত্র কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পত্রের মাধ্যমে উক্ত কোম্পানীসমূহের ওয়েলহেড চার্জ পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়নি। এমতাবস্থায় বাপেক্স, বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর বিদ্যমান ওয়েলহেড চার্জ প্রতি ঘনমিটার যথাক্রমে ৩.০৪১৪ টাকা, ০.৭০৯৭ টাকা এবং ০.২০২৮ টাকা বিবেচনা করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৪ আইওসি গ্যাস এবং কনডেনসেট ক্রয়ের মোট ব্যয় ৬৪,০৪৬.৪৩ মিলিয়ন টাকা থেকে আইওসি সম্পর্কিত মোট অন্যান্য আয় ২১,০৫৬.৪৫ মিলিয়ন টাকা বাদ দিয়ে আইওসি গ্যাসের নিট ব্যয় ৪২,৯৯০.৪৮ মিলিয়ন টাকা শুনানিতে উপস্থাপন করা হয়, যা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৫ শুনানিতে উপস্থাপিত পেট্রোবাংলা এর বিদ্যমান চার্জ মোট গ্যাসের বিপরীতে প্রতি ঘনমিটার ০.০৫৫ টাকা এবং রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি'র বিপরীতে বিদ্যমান এলএনজি চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.০৫ টাকা হিসেবে এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ বিদ্যমান পেট্রোবাংলা চার্জ মোট গ্যাসের বিপরীতে ভারিত গড়ে ০.০৬৬৫ টাকা বিবেচনা করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৬ জুলাই হতে ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে প্রতি ব্যারেল ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের গড় মূল্য ৭৬.৫৩ মার্কিন ডলার অনুযায়ী LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) এর ফর্মূলা এবং উক্ত সময়ে স্পট মার্কেট থেকে ৬ (ছয়) টি কার্গোর মাধ্যমে আমদানিকৃত এলএনজি'র আমদানি মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি হাজার ঘনফুট ২৪.১৯ মার্কিন ডলার বিবেচনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজি'র গড় আমদানি বা ক্রয়মূল্য ১২.২৫৯৩ মার্কিন ডলার নিরূপণ করা যথাযথ মর্মে বিবেচিত হয়। তবে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের মূল্য এবং স্পট মার্কেটে এলএনজি'র মূল্য পরিবর্তনশীল বিধায় সময়ের সাথে এলএনজি'র উক্ত গড় আমদানি মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে।

৬.৭ এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং Excelerate Energy Bangladesh Limited এবং Summit LNG Terminal Co এর সাথে পেট্রোবাংলা এর সম্পাদিত LNG Terminal Use Agreement মোতাবেক এলএনজির রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় নিরূপণ করা যৌক্তিক মর্মে বিবেচিত হয়।

৬.৮ এলএনজি আমদানি পর্যায়ে ১৫% হারে মূসক সরকারের আয়কর আইন দ্বারা নির্ধারিত বিধায় তা রাজস্ব চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৯ বর্তমানে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ০.৪২০৯ টাকা হারে অর্থ জমা হচ্ছে। উক্ত অর্থ থেকে প্রতি ঘনমিটার ০.০৩ টাকা কর্তন করে উক্ত অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনের ধারা ২২ এ উল্লিখিত দায়িত্বাবলী যথা:- জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ; এনার্জির দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ, নিরাপত্তার উন্নয়ন; এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার; এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" গঠন বিবেচনা করা যথাযথ। উক্ত গবেষণা তহবিলটি কমিশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা এবং তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা পদ্ধতি কমিশন কর্তৃক একটি রেগুলেটরী গাইডলাইনস্ প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে অবশিষ্ট ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ০.৩৯০৯ টাকা হারে অর্থ সংগ্রহ অব্যাহত রাখা যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলকে বিভাজন করে গবেষণা তহবিল গঠিত হওয়ায় ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না।

৬.১০ ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের আদেশ অনুযায়ী বর্তমানে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে ভারিত গড়ে প্রায় প্রতি ঘনমিটার ০.৪০৪৬ টাকা হারে অর্থ সংস্থান হচ্ছে, যা বহাল রাখা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১১ শুনানিতে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুসারে তহবিলসমূহ যথা:- "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল", "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" এবং "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" এর ওপর ভ্যাট করা আরোপ যথাযথ নয় মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১২ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ অনুসারে বিতরণ কোম্পানীর কর-পূর্ববর্তী মুনাফার ওপর ৫% হারে অর্থ শ্রমিক অংশগ্রহণ ও শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হিসেবে রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৩ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি এবং অর্থ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১১ নং আইন) অনুসারে ৩০% হারে আয়কর রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৪ এলএনজি'র আমদানি মূল্যের চেয়ে সরবরাহ পর্যায়ে মূল্য কম হওয়ায় ভ্যাট রেয়াতের সুযোগ নেই মর্মে শুনানিতে উপস্থাপিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মতামত গ্রহণযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৫ শুনানি এবং শুনানি-উত্তর মতামত বিবেচনায় মিটার বিহীন গৃহস্থালি সিঙ্গেল বার্নার গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫৫ ঘনমিটার এবং ডাবল বার্নার গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার বিবেচনা করা যুক্তিসংগত মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৬ কমিশনের ইতিপূর্বের আদেশের ধারাবাহিকতায় কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ সিস্টেম লস ০% বিবেচনা করা যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৭ কমিশনের আদেশ/নির্দেশনা পালনে ব্যর্থতার জন্য লাইসেন্সীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪৩ এর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ধারা ৪৩ এবং ৫২ অনুসারে ক্ষেত্রমত কমিশন কর্তৃক প্রবিধান এবং সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৮ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার কাঠামোয় 'শিল্প' গ্রাহকশ্রেণির আওতায় শিল্প গ্রাহকগণ এবং 'বাণিজ্যিক' গ্রাহকশ্রেণির আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকগণের জন্য পৃথক মূল্যহার নির্ধারিত রয়েছে। সরকার কর্তৃক জারীকৃত "জাতীয় শিল্প নীতি, ২০১৬" অনুসারে 'শিল্প' প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'বৃহৎ', 'মাঝারি' এবং 'ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য শিল্প' হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে মতামত এসেছে যা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.১৯ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলসহ কমিশন কর্তৃক গঠিত তহবিলসমূহ পরিচালনার বিষয়ে অভিন্ন রেগুলেটরী গাইডলাইনস্ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

৬.২০ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ, এলএনজি আমদানির পরিমাণ, আমদানিকৃত এলএনজি'র মূল্য এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় হার পরিবর্তন বিবেচনায় ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয়ের বিষয়ে শুনানিতে বক্তব্য এসেছে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতির অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস পণ্য রেট, যার মধ্যে সিংহভাগই পাইকারি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যয় বা পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রয়মূল্য। পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রয়মূল্যের অন্যতম অংশ এলএনজি'র আমদানি ব্যয়। এলএনজি'র আমদানি ব্যয় আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পরিবর্তনশীল। পেট্রোবাংলা কাতার গ্যাস ও OQ ট্রেডিং লিমিটেড এর সাথে সম্পাদিত দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির (LNG Sale and Purchase Agreement – SPA) আওতায় এবং স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি করে ভোক্তাদের সরবরাহ করে থাকে। উক্ত SPA অনুসারে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত এলএনজি'র মূল্য ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের মূল্যের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে এলএনজি'র স্পট মার্কেট অত্যন্ত পরিবর্তনশীল (Volatile)। **এ সকল বিষয় বিবেচনায় দেশীয় এবং আমদানিকৃত গ্যাসের পরিমাণ এবং এলএনজি আমদানি মূল্য বিবেচনায় ষান্মাসিক ভিত্তিতে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার কমিশন কর্তৃক সমন্বয় করা সমীচীন। এক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় সম্পর্কে ষান্মাসিক ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন।**

৬.২১ সার্বিক পর্যালোচনায় ভোক্তাদের ওপর মূল্যহার বৃদ্ধির প্রভাব সহনীয় রাখার লক্ষ্যে এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে ২০২১-২২ অর্থবছরে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল থেকে প্রদত্ত ৩৩,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীসমূহের Retained Earnings থেকে ২৫,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা প্রদান (৩০ জুন ২০২২ তারিখের সম্ভাব্য ১৪৩,৯৪৭.০৯ মিলিয়ন টাকার প্রায় ১৭%) এবং সরকার কর্তৃক পেট্রোবাংলাকে ৬০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা ভর্তুকি প্রদানসহ সর্বসাকুল্যে ১১৮,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা প্রাপ্তি গণ্যে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নির্ধারণ করা যথাযথ।

৬.২২ কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে-

৬.২২.১ বাংলাদেশ ব্যাংক এর ২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিলের সাম্প্রতিকতম নিলাম রেট অনুযায়ী কর্ণফুলী গ্যাস এর ইকুইট্যির ওপর ৪.৫৮% হারে রিটার্ন বিবেচনা করা এবং রিটার্ন অন ডেবট

এবং রিটার্ন অন ইক্যুইটি ভারিত গড় হিসেবে রেট বেজের ওপর রেট অব রিটার্ন নিরূপণ করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৬.২২.২ সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকের স্থায়ী আমানত হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর যথাক্রমে ৫.৫০% এবং ৫.৭৫% হারে এবং স্পেশাল নোটিশ ডিপজিট হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর ২.৫০% হারে সুদ খাতে আয় নিরূপণ করা যথাযথ মর্মে বিবেচিত হয়।

৬.২২.৩ ডিমান্ড চার্জ, অন্যান্য পরিচালন ও অপরিচালন আয় খাতে যাচাইবর্ষ ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত আয় বিবেচনা করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৭.০ **<u>রাজস্ব চাহিদা:</u>**

৭.১ গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন টিমের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, শুনানিতে লাইসেন্সীগণ এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য ও দলিলাদি এবং উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে ২০২১-২২ বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ, প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য, কর্ণফুলী গ্যাস এর ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্তব্য গ্যাস, সিস্টেম লস এবং গ্যাস বিক্রয়, কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নিম্নে বর্ণিত সারণিসমূহে উপস্থাপন করা হলো:

৭.২ বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিম্নের সারণি-৭.১ এ উল্লেখ করা হলো:

**সারণি-৭.১: বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে মোট গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার) |
|---|---|---|
| ১ | বাপেক্স | ১,৪০০.০০ |
| ২ | বিজিএফসিএল | ৬,৩৯৬.০০ |
| ৩ | এসজিএফএল | ৮৭২.০০ |
| ৪ | আইওসি | ১৫,৪৭৫.৪২ |
| **৫** | **মোট উৎপাদনের পরিমাণ (১+২+৩)** | **২৪,১৪৩.৪২** |
| ৬ | এলএনজি আমদানি | ৭,০৭৮.২৯ |
| **৭** | **মোট উৎপাদন এবং আমদানির পরিমাণ (৫+৬)** | **৩১,২২১.৭১** |
| ৮ | জিটিসিএল এর সঞ্চালন লস (০%) | ০.০০ |
| **৯** | **বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ (৭-৮)** | ৩১,২২১.৭১ |

৭.৩ বিতরণ সিস্টেমের রিসিভিং পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য নিম্নের সারণি-৭.২ এ উল্লেখ করা হলো:

**সারণি- ৭.২: বিতরণ সিস্টেমের রিসিভিং পয়েন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পণ্য মূল্য**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা) |
|---|---|---|
| **ক.** | **দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের ব্যয়:** | |
| ১ | বাপেক্স | ৪,২৫৭.৯৬ |
| ২ | বিজিএফসিএল | ৪,৫৩৯.২৪ |
| ৩ | এসজিএফএল | ১৭৬.৮৪ |
| ৪ | আইওসি গ্যাসের নিট ব্যয় | ৪২,৯৯০.৪৮ |
| ৫ | **মোট দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের ব্যয় (১+..+৪)** | **৫১,৯৬৪.৫২** |
| **খ.** | **এলএনজি আমদানি ব্যয়:** | |
| ৬ | কাতার গ্যাস থেকে ক্রয় | ১২৮,০০৮.৯১ |
| ৭ | OQ ট্রেডিং লিমিটেড থেকে ক্রয় | ৫৯,৩৮৭.১৮ |
| ৮ | স্পট মার্কেট থেকে ক্রয় | ৭৬,১৪৫.৪৯ |
| **৯** | **এলএনজি'র মোট ক্রয়মূল্য (৬+৭+৮)** | **২৬৩,৫৪১.৫৮** |
| ১০ | এলএনজি আমদানি পর্যায়ে মূসক (১৫%) | ৩৯,৫৩১.২৪ |
| ১১ | এলএনজি আমদানি পর্যায়ে উৎসে কর (২%) | ৫,২৭০.৮৩ |
| ১২ | ব্যাংক চার্জ ও কমিশন | ৭২০.০০ |
| ১৩ | রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় | ১৫,২৭৬.৪৬ |
| **১৪** | **এলএনজি ক্রয়, আমদানি পর্যায়ে মূসক ও রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয় (৯+১০+১১+১২+১৩)** | **৩২৪,৩৪০.১১** |
| ১৫ | এলএনজি ব্যায়ের ওপর উৎসে কর (৭%) | ২২,৩৬৫.৯০ |
| **১৬** | **মোট এলএনজি আমদানি ব্যয় (১৪+১৫)** | **৩৪৬,৭০৬.০১** |
| ১৭ | এলএনজি সম্পর্কিত অন্যান্য আয় | ৪,৮২৭.২০ |
| **১৮** | **নিট এলএনজি ব্যয় (১৬-১৭)** | **৩৪১,৮৭৮.৮১** |
| ১৯ | পেট্রোবাংলা চার্জ | ২,০৫১.৫১ |
| **২০** | **পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট ব্যয় (৫+১৮+১৯)** | **৩৯৫,৮৯৪.৮৪** |
| ২১ | জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), রিটেইন্ড আরনিংস ও ভর্তুকি | ১১৮,০০০.০০ |
| **২২** | **জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) ও রিটেইন্ড আরনিংস হতে প্রদান এবং সরকার কর্তৃক প্রদেয় ভর্তুকি বিবেচনায় পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট ব্যয় (২০-২১)** | **২৭৭,৮৯৪.৮৪** |
| ২৩ | সঞ্চালন ব্যয় | ১৪,৯১৭.৭৩ |
| **২৪** | **প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট পণ্য মূল্য (২২+২৩)** | **২৯২,৮১২.৫৭** |

৭.৪ কর্ণফুলী গ্যাস এর রিসিভিং পয়েন্টে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাপ্তব্য গ্যাস, বিতরণ সিস্টেম লস এবং গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ নিম্নের সারণি-৭.৩ এ উল্লেখ করা হলো:

**সারণি-৭.৩: কর্ণফুলী গ্যাস এর ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্তব্য গ্যাস, সিস্টেম লস এবং গ্যাস বিক্রয়**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার) |
|---|---|---|
| ১ | নিজস্ব ও জিটিসিএল এর সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য গ্যাসের পরিমাণ | ৩,২০৯.৫৯ |
| ২ | সিস্টেম লস (০%) | ০.০০ |
| **৩** | **ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (১-২)** | ৩,২০৯.৫৯ |

৭.৫ কর্ণফুলী গ্যাস এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নের সারণি-৭.৪ এ উল্লেখ করা হলো:

**সারণি-৭.৪: কর্ণফুলী গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | | রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | জনবল | | ৬৭৬.১৪ |
| ২ | সঞ্চালন ও বিতরণ, অফিস এবং অন্যান্য: | | |
| | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | ১২২.৯৩ | |
| | অফিস এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় | ২০৯.৩১ | |
| | সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস | ৯.৫৬ | |
| | | | ৩৪১.৮০ |
| **৩** | **মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (১+২)** | | **১,০১৭.৯৪** |
| ৪ | অবচয় | | ৫৬৫.০০ |
| ৫ | শ্রমিক কল্যাণ তহবিল | | ৬০.৮৪ |
| ৬ | আয়কর | | ৩৪৬.৭৭ |
| ৭ | রিটার্ন অন রেট বেজ | | ৩২৪.৫৯ |
| **৮** | **মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (৩+.....+৭)** | | **২,৩১৫.১৪** |
| **৯** | **অন্যান্য আয় (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ব্যতীত)** | | **২,০২৫.৪১** |

২০২১-২২ অর্থবছরে কর্ণফুলী গ্যাস এর মোট বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ২,৩১৫.১৪ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৭২ টাকা। একইসময়ে অন্যান্য আয় ২,০২৫.০২ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৬৩ টাকা। এমতাবস্থায়, কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৫ টাকা থেকে হ্রাস করে ০.২৩ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা যৌক্তিক।

৭.৬ উপরের অনুচ্ছেদ ৬ এবং ৭ এর পর্যালোচনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নিম্নের সারণি-৭.৫ এ উল্লেখ করা হলো:

**সারণি-৭.৫: ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যয়**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | সরবরাহ ব্যয় (মিলিয়ন টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট পণ্যমূল্য (সারণি-৭.২ এর লাইন ২৪) | ২৯২,৮১২.৫৭ |
| ২ | বিতরণ ব্যয় | ৪,৬২৯.৮১ |
| **৩** | **মূসক ও তহবিল ব্যতীত গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় (১+২)** | **২৯৭,৪৪২.৩৮** |
| ৪ | ভোক্তাপর্যায়ে মূসক (১৫%) | ৪৪,৬১৬.৩৬ |
| ৫ | গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) | ১২,০৬৫.২৮ |
| ৬ | বিইআরসি গবেষণা তহবিল | ৯২৫.৯৬ |
| ৭ | জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) | ১২,৪৮৮.১৪ |
| **৮** | **মূসক এবং তহবিলসহ ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় (৩+৪+৫+৬+৭)** | **৩৬৭,৫৩৮.১২** |

সার্বিক পর্যালোচনায় (ক) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে প্রদত্ত ৩৩,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা, (খ) গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীসমূহের Retained Earnings হতে প্রদান ২৫,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং (গ) সরকারের ভর্তুকি ৬০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকাসহ সর্বসাকুল্যে ১১৮,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা ২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা এর এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে প্রদান গণ্যে ভোক্তাপর্যায়ে মোট ৩০,৮৬৫.৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাসের মোট সরবরাহ ব্যয় ৩৬৭,৫৩৮.১২ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ১১.৯১ টাকা নির্ধারণ করা যথাযথ।

## ৮.০ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন আদেশ:

সার্বিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে কমিশনের আদেশ হচ্ছে যে:-

৮.১ (ক) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে প্রদত্ত ৩৩,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা, (খ) গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীসমূহের Retained Earnings হতে প্রদান ২৫,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং (গ) সরকারের ভর্তুকি ৬০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকাসহ সর্বসাকুল্যে ১১৮,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা ২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা এর এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে প্রদান গণ্যে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভারিত গড় মূল্যহার প্রতি ঘনমিটার ১১.৯১ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

৮.২ গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণি যথা: বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র); ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র); সার; শিল্প; চা-শিল্প (চা-বাগান); বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) এবং

সিএনজি এর ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ বহাল থাকবে।

তবে বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সার গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো সার কারখানায় কোনো মাসে গ্যাস সরবরাহকারী/বিতরণ কোম্পানী কর্তৃক ১৫ (পনেরো) দিন বা তার বেশি গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হলে উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে উক্ত মাসে ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

৮.৩ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক পুনঃনির্ধারিত মূল্যহার পরিশিষ্ট-'ক' এ সংযুক্ত করা হলো।

৮.৪ এনার্জি খাতে গবেষণার লক্ষ্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল প্রতি ঘনমিটার ০.৪২০৯ টাকা থেকে প্রতি ঘনমিটার ০.০৩ টাকা দ্বারা 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল' গঠন করা হলো। উক্ত তহবিলটি কমিশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। উক্ত তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতি পরবর্তীতে কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি রেগুলেটরী গাইডলাইনস্ এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

৮.৫ কর্ণফুলী গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৩ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

৮.৬ প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী এ আদেশের অংশ হিসেবে পরিশিষ্ট-'খ' এ সংযুক্ত করা হলো। কর্ণফুলী গ্যাস উক্ত বণ্টন বিবরণীতে উল্লিখিত :—

৮.৬.১ 'উৎপাদন চার্জ' এবং 'এলএনজি চার্জ' বাবদ সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ প্রত্যেক বিলিং মাসের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পেট্রোবাংলায় জমা প্রদান করবে;

৮.৬.২ 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' এ মাসভিত্তিক সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ প্রত্যেক বিলিং মাসের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যথাক্রমে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' এর নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে মাসভিত্তিক জমা প্রদান করবে;

৮.৬.৩ 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল' এ মাসভিত্তিক সংস্থানকৃত সমুদয় অর্থ প্রত্যেক বিলিং মাসের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল' এর জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে মাসভিত্তিক জমা প্রদান করবে;

৮.৬.৪ 'সঞ্চালন চার্জ' প্রত্যেক বিলিং মাসের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জিটিসিএলকে মাসভিত্তিতে পরিশোধ করবে; এবং

৮.৬.৫ উৎপাদন চার্জ, এলএনজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিল এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ০.০০% বিতরণ সিস্টেম লস বিবেচনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করবে।

৮.৭ কর্ণফুলী গ্যাস, জিটিসিএল কর্তৃক বিলকৃত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ নিরূপণ করবে।

৮.৮ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ, কমিশনের আদেশ অনুযায়ী এলএনজি আমদানির প্রকৃত পরিমাণ, আমদানিকৃত এলএনজি'র প্রকৃত ক্রয়মূল্য, এলএনজি চার্জের ওপর প্রযোজ্য উৎসে কর, কমিশনের আদেশ অনুসারে প্রযোজ্য মূসক ও অগ্রিম কর এবং মার্কিন ডলারের প্রকৃত বিনিময় মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের ভারিত গড় কমিশন কর্তৃক ষান্মাসিক ভিত্তিতে শুনানিঅন্তে সমন্বয় করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক. | পরিচালক (পেট্রোলিয়াম), বিইআরসি | - | আহ্বায়ক |
| খ. | পরিচালক (গ্যাস), বিইআরসি | - | সদস্য |
| গ. | পরিচালক (বিদ্যুৎ), বিইআরসি | - | সদস্য |
| ঘ. | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ঙ. | পেট্রোবাংলা এর প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| চ. | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ছ. | কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| জ. | সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ), বিইআরসি | - | সদস্য |
| ঝ. | উপপরিচালক (ট্যারিফ), বিইআরসি | - | সদস্য (সাচিবিক দায়িত্ব) |

**কমিটির কার্যপরিধি:**

উক্ত কমিটি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপরিধি অনুসারে পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভারিত গড় মূল্যহার এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় সংক্রান্ত সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করবে।

৮.৯ কর্ণফুলী গ্যাস গৃহস্থালি মিটারবিহীন সিঙ্গেল বার্নার গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫৫ ঘনমিটার এবং মিটারবিহীন ডাবল বার্নার গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার বিবেচনায় গৃহস্থালি গ্রাহকশ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপণ করবে।

৮.১০ সিএনজি স্টেশনে কম্প্রেসর পরিচালনার দু'টি পদ্ধতি বর্তমান, একটি গ্যাস ইঞ্জিনের সাথে সরাসরি মেকানিক্যালি সংযুক্ত পদ্ধতি এবং অন্যটি বৈদ্যুতিক জেনারেটরের মাধ্যমে মোটর চালিত। বৈদ্যুতিক জেনারেটরের মাধ্যমে মোটর চালিত কম্প্রেসরের ক্ষেত্রে সিএনজি অপারেটরকে সিপিপি লাইসেন্স নেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। এক্ষেত্রে তিতাস গ্যাস গ্রাহকের জেনারেটরের জন্য ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির প্রযোজ্য মূল্যহারে বিল আদায় করবে। অন্য পদ্ধতির

(গ্যাস ইঞ্জিনের সাথে সরাসরি মেকানিক্যালি সংযুক্ত) ক্ষেত্রে তিতাস গ্যাস মাঝারি শিল্প শ্রেণির প্রযোজ্য মূল্যহারে বিল আদায় করবে।

৮.১১ গ্যাস সরবরাহ চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যহার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যহারের তুলনায় যেন কম না হয়, সে বিষয়ে কর্ণফুলী গ্যাস ও পেট্রোবাংলা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.১২ এ আদেশ বিল মাস জুন ২০২২ থেকে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

৮.১৩ প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণ যথাশীঘ্র তাদের প্রি-পেইড কার্ড নতুন মূল্যহার অনুযায়ী হালনাগাদ করে নিবেন।

## ৯.০ নির্দেশনাবলী:

৯.১ কর্ণফুলী গ্যাস মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্য প্রি-পেইড মিটার স্থাপন নিশ্চিত করবে।

৯.২ কর্ণফুলী গ্যাস সকল ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, শিল্প, সিএনজি এবং বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকের জন্য EVC মিটার স্থাপন নিশ্চিত করবে এবং EVC মিটার অনুযায়ী বিলিং নিশ্চিত করবে।

৯.৩ কর্ণফুলী গ্যাস গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য সকল গ্রাহকের সাথে আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করবে এবং গৃহস্থালি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

৯.৪ কর্ণফুলী গ্যাস সময় সময় বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকের ওপর গ্যাসের মূল্যহারের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করবে এবং ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের সাথে দাখিল করবে।

৯.৫ কর্ণফুলী গ্যাস উহার বিতরণ অঞ্চল/এলাকাভিত্তিক গ্যাস ইনপুট-আউটপুট ও সিস্টেম লস নির্ণয় করবে। এ লক্ষ্যে যথাশীঘ্র অঞ্চলভিত্তিক মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও কার্যকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৯.৬ কর্ণফুলী গ্যাস জিটিসিএল এর মালিকানাধীন রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশনের বহির্গামি ব্যবস্থা হতে গ্যাস গ্রহণের বিষয়ে জিটিসিএল এর সাথে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করবে। তিতাস গ্যাস এবং জিটিসিএল যৌথভাবে প্রতিমাসে মিটার Calibration করবে।

৯.৭ কর্ণফুলী গ্যাস নিয়মিতভাবে সকল প্রকার অবৈধ গ্যাস নেটওয়ার্ক, স্থাপনা ও সংযোগ অপসারণ/বিচ্ছিন্ন করবে এবং এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

৯.৮ কর্ণফুলী গ্যাস:-

৯.৮.১ গ্যাসের লিকেজ নির্ণয় এবং গ্রাহক ও জনমানুষের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বিতরণকৃত গ্যাসে Odorant মেশানো এবং তা দূরবর্তী গ্রাহকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে;

৯.৮.২ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গ্যাস পাইপলাইন ও অন্যান্য স্থাপনার গ্যাস লিকেজ বন্ধ করে গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯.৮.৩ গ্যাস পাইপলাইন এবং অন্যান্য স্থাপনায় লিকেজের কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে (দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারে গৃহীত ব্যবস্থা, ইত্যাদি উল্লেখসহ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে; এবং

৯.৮.৪ প্রাকৃতিক গ্যাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান বিষয়ে একটি গাইডলাইনস্ প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করবে।

৯.৯ কর্ণফুলী গ্যাস গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ, বিভিন্ন খাতে (উৎপাদন চার্জ, এলএনজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিল, সঞ্চালন চার্জ, মূসক ইত্যাদি) সংস্থানকৃত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে মাসভিত্তিতে কমিশনে প্রেরণ করবে। পূর্ববর্তী মাসের তথ্যাদি পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

(মোঃ কামরুজ্জামান)
সদস্য

(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'ক'

# ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার, ২০২২

| ক্রমিক নং | গ্রাহকশ্রেণি | মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার) |
|---|---|---|
| ১ | বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র) | ৫.০২ |
| ২ | ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র) | ১৬.০০ |
| ৩ | সার | ১৬.০০ |
| ৪ | শিল্প: | |
| | (ক) বৃহৎ | ১১.৯৮ |
| | (খ) মাঝারি | ১১.৭৮ |
| | (গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য | ১০.৭৮ |
| ৫ | চা-শিল্প (চা-বাগান) | ১১.৯৩ |
| ৬ | বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) | ২৬.৬৪ |
| ৭ | সিএনজি | ৪৩.০০ |
| ৮ | গৃহস্থালি: | |
| | ক) মিটারভিত্তিক বার্নার | ১৮.০০ |
| | খ) মিটারবিহীন সিঙ্গেল বার্নার (টাকা/মাস) | ৯৯০.০০ |
| | গ) মিটারবিহীন ডাবল বার্নার (টাকা/মাস) | ১,০৮০.০০ |

২। গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণি যথা: বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র); ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র); সার; শিল্প; চা-শিল্প (চা-বাগান); বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) এবং সিএনজি এর ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটারে (মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে) ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য হবে।

তবে বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সার গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন কোনো সার কারখানায় কোনো মাসে গ্যাস সরবরাহকারী/বিতরণ কোম্পানী কর্তৃক ১৫ (পনেরো) দিন বা তার বেশি গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হলে উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে উক্ত মাসে ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

৩। সিএনজি গ্রাহকের মূল্যহার অপরিবর্তিত থাকবে। প্রতি ঘনমিটার সিএনজির মূল্যহারের মধ্যে ফিড গ্যাসের মূল্যহার ৩৫.০০ টাকা এবং অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত।

৪। এ আদেশ বিল মাস জুন ২০২২ হতে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৫। প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণ যথাশীঘ্র তাদের প্রি-পেইড কার্ড নতুন মূল্যহার অনুযায়ী হালনাগাদ করে নিবেন।

(মোঃ কামরুজ্জামান)
সদস্য

(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'খ'

## ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী (কর্ণফুলী গ্যাস)

(টাকা/ঘনমিটার)

| ক্রমিক নং | গ্রাহকশ্রেণি | উৎপাদন চার্জ[১] | এলএনজি চার্জ | গ্যাস উন্নয়ন তহবিল | বিইআরসি গবেষণা তহবিল | জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল | ট্রান্সমিশন চার্জ | ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ | মূল্য সংযোজন কর | ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০) |
| ১ | বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র) | ০.৯৫৬৫ | ২.৩৬৯২ | ০.১৬৫০ | ০.০৩০০ | ০.১৮৬৫ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ০.৬০৫০ | ৫.০২০০ |
| ২ | ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২.৪০৩০ | ৯.৭৬৭০ | ০.৫৭৭০ | ০.০৩০০ | ০.৫৮৩৫ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ১.৯৩১৭ | ১৬.০০০০ |
| ৩ | সার | ০.৯৫৬৫ | ১১.৯১৬১ | ০.১৬৫০ | ০.০৩০০ | ০.১৮৭৫ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ২.০৩৭১ | ১৬.০০০০ |
| ৪ | শিল্প: | | | | | | | | | |
| | (ক) বৃহৎ | ১.৯১৮০ | ৬.৯৯২০ | ০.৪৩৯০ | ০.০৩০০ | ০.৪৫০৫ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ১.৪৪২৭ | ১১.৯৮০০ |
| | (খ) মাঝারি | ১.৯১৮০ | ৬.৮১৮১ | ০.৪৩৯০ | ০.০৩০০ | ০.৪৫০৫ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ১.৪১৬৬ | ১১.৭৮০০ |
| | (গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য | ২.৮৯৪০ | ৪.২৮০৪ | ০.৭১৬৫ | ০.০৩০০ | ০.৯৬৯০ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ১.১৮২৩ | ১০.৭৮০০ |
| ৫ | চা-শিল্প (চা-বাগান) | ১.৯১৮০ | ৬.৯৪৮৫ | ০.৪৩৯০ | ০.০৩০০ | ০.৪৫০৫ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ১.৪৩৬২ | ১১.৯৩০০ |
| ৬ | বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) | ৩.৮১১০ | ১৬.৯২৭৩ | ০.৯৭৮০ | ০.০৩০০ | ০.৯৬৯০ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ৩.২১৬৯ | ২৬.৬৪০০ |
| ৭ | সিএনজি | ৫.৬৫৮০ | ২১.৪৫৩৩ | ১.৫০৩৫ | ০.০৩০০ | ১.৪৭৪৫ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ৪.১৭২৯ | ৪৩.০০০০[২] |
| ৮ | গৃহস্থালি | ২.২১০৫ | ১১.৭৯২৬ | ০.৫২২০ | ০.০৩০০ | ০.৫৩০৫ | ০.৪৭৭৮ | ০.২৩০০ | ২.২০৬৬ | ১৮.০০০০ |

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা চার্জ (এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ) এবং আইওসি গ্যাসের নিট মূল্যসহ।
[২]সিএনজি অপারেটর মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ৮.০০ টাকাসহ।

(মোঃ কামরুজ্জামান)
সদস্য

(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান